দৈনিক সংবাদ

21

তারিখ ... 05 JUN 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ২ ...

২৪

অচলপ্রায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় অচল করে দেয়া হয়েছে। উপাচার্যের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবীতে ইসলামী ছাত্রশিবির কর্মীরা গত রোববার সংগ্রামী ছাত্রঐক্য ও সম্মিলিত ছাত্র পরিষদের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব গেট ও প্রশাসনিক ভবন তালাবদ্ধ করে দেয়। ক্লাস করতে আসা হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে শহরে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। শহর থেকে শিক্ষকদের আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহৃত বাসগুলোকে গ্যারেজে জোর করে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়। নিজ উদ্যোগে যে শিক্ষকরা এসেছিলেন, তাদের গেট থেকেই ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

গত বছর ২২শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যে ভয়াবহ সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছিল তার স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি। সে সময় সশস্ত্র দুর্বৃত্তের হামলায় একজন ছাত্র নিহত হন এবং শতাধিক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মচারী আহত হন। কয়েকজন ছাত্রী এবং শিক্ষিকা লাঞ্ছিত হন। এসব সন্ত্রাসী ঘটনার নায়কদের শাস্তির ব্যবস্থা আজও করা হয়নি। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে মাসের পর মাস। ফলে সন্ত্রাসের উৎস আরও পরিপুষ্ট হয়েছে। এখন সেই নিরুপদ্রবে লালিত শক্তির উদ্যত ফণার মুখে বিশ্ববিদ্যালয় অচল হতে বসেছে।

সন্ত্রাসের উৎস সন্ধান এবং সে উৎস নির্মূলের ব্যবস্থা না করে শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় মাসের পর মাস বন্ধ রেখে এ সমস্যার সমাধান হবে না। প্রায় ৫ মাস বন্ধ থাকার পর বিশ্ববিদ্যালয় খোলার কয়েক দিনের মধ্যেই পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল। গত বৃহস্পতিবার শিবির কর্মীরা উপাচার্য ও সিন্ডিকেট সদস্যদের দীর্ঘ প্রায় সাড়ে সাত ঘন্টা তালাবদ্ধ করে রেখেছিল। পরে গভীর রাতে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনা হয়।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসগুলোতে শিবিরের নেতা-কর্মীরা ছাড়া অন্য কোন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা থাকতে পারছে না। ঘন ঘন ধর্মঘট, আসন্ন সিনেট নির্বাচন যেকোন মূল্যে ঠেকানোসহ অন্যান্য জঙ্গী কর্মসূচী বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়ার প্রক্রিয়াকেই জোরদার করবে মাত্র।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও হানাহানি চলছে গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে। কখনও কারো হাতের কব্জি কেটে নেয়া হয়েছে। হাত-পায়ের রগ কাটা হয়েছে, গলাকাটা হয়েছে। এক সময় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে পরিণত করা হয়েছিল রীতিমত এক মিনি-ক্যান্টনমেন্টে। সাবেক স্বৈরাচারী সরকারের মদদপুষ্ট হয়ে এই সন্ত্রাসী শক্তি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। সাবেক উপাচার্যের সহযোগিতার হাতও তাদের প্রতি প্রসারিত ছিল।

এরপর বর্তমান উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিলে সন্ত্রাসীচক্র তার বিরুদ্ধে খাপ্পা হয়ে ওঠে। উপাচার্যকে অপসারণের লক্ষ্যে নতুনভাবে সন্ত্রাসী ঘটনাবলী শুরু হয়।

উপাচার্যের প্যানেল সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত। একটি সন্ত্রাসীচক্রের চাপের মুখে যদি একজন নির্বাচিত উপাচার্যকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয় তাহলে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পদদলিত করে এক্ষেত্রে একটি অন্যায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে।

আমরা আশা করব বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সেটা হতে দেবেন না এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থে সন্ত্রাসের উৎস নির্মূলে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।